কোহলির না থাকা শাপে বর, যুক্তি সানির

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : বিরাট কোহলি ইস্যুতে ফের বিস্ফোরক সুনীল গাভাসকার।

বিগত কয়েক মাসে বিরাটকে নিয়ে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছে গাভাসকারের নাম। এদিন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভারত অধিনায়কের অনুপস্থিতি নিয়ে ফের বিস্ফোরক মন্তব্যের পথেই হাঁটলেন। সবাই যখন মনে করছেন, শেষ তিন টেস্টে বিরাটের অনুপস্থিতি অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে অ্যাডভান্টেজ, তখন উলটো পথে গাভাসকার। তাঁর মতে, বিরাটের না থাকা ভারতের জন্য শাপে বর! আখেরে লাভই হবে!

বিরাটহীন ভারতীয় দলের অতীত

জোড়া ক্যাপ্টেনের পক্ষে নন কপিল

সাফল্যের খতিয়ান টেনে এমনই দাবি তাঁর। গাভাসকারের যুক্তি, অধিনায়কের শূন্যস্থান পূরণের তাগিদ বাকিদের বাড়তি দায়িত্ব নিতে অনুপ্রাণিত করে। আরও বলেছেন, 'কোহলির অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে দলের জন্য ধাক্কা। তবে দেখা গিয়েছে, কোহলি যখনই খেলেনি, তখন প্রত্যেকবারই ভারত জিতেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ধরমশালা টেস্ট, শ্রীলঙ্কায় নিদাহাস ট্রফি হোক বা এশিয়া কাপ– বিরাটকে ছাড়াই ভারতীয় দল সাফল্য পেয়েছে। আসলে বাকিরা জানে কোহলির অভাব পূরণ করতে হবে। দায়িত্ববোধ থেকে ওরা আরও ভালো খেলে।'

বিরাটের অনুপস্থিতিতে অধিনায়কত্ব সামলাবেন আজিঙ্কা রাহানে। গাভাসকারের বিশ্বাস, নেতৃত্বের দায়িত্ব আরও ভালো খেলতে সাহায্য করবে রাহানেকে। ৩৪টি টেস্ট শতরানের মালিক বলেন, 'বিরাটের অনুপস্থিতিতে আগে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছে রাহানে। আর দায়িত্বটা যে ও উপভোগ করে, পারফরমেন্সেই পরিষ্কার। রাহানে টেস্ট ফরম্যাটে অত্যন্ত কার্যকর ক্রিকেটার। আর নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা ওকে উদ্দীপ্ত করবে। আমার বিশ্বাস, রাহানে

> **বিরাট কোহলির অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে দলের জন্য ধাক্কা। তবে যদি দেখা যায়, তাহলে কোহলি যখনই খেলেনি, তখন প্রত্যেকবারই ভারত জিতেছে।**
>
> –সুনীল গাভাসকার

মানসিকভাবে অনেক বেশি নিরাপত্তা বোধ করবে নেতৃত্বে পেলে।' প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে বিরাটের অনুপস্থিতিতে (চোট ছিল) ধরমশালায় সিরিজ নির্ণায়ক টেস্টে রাহানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়াকে হারায় ভারত।

আসন্ন সিরিজে চেতেশ্বর পূজারা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বলে মনে করেন গাভাসকার। এ ব্যাপারে দলের থিংকট্যাংককে খোঁচা দিতে ভোলেননি গাভাসকার। অতীতে পূজারার মন্থর ব্যাটিং নিয়ে রবি শাস্ত্রী–কোহলিরা প্রশ্ন তুলেছিলেন। পুরোনো বিতর্ক উসকে দিয়েই গাভাসকার এদিন বলেন, 'পূজারা যেভাবে খেলতে অভ্যস্ত, সেভাবেই খেলুক। সহজাত ব্যাটিংটাই চালিয়ে যাক। আর যতদিন সেঞ্চুরি হাঁকাবে, রান পাবে, ততদিন এ ব্যাপারে কোনও পরামর্শ দেওয়ার দরকার নেই কারও। পূজারা যদি চাপমুক্ত মনে খেলতে পারে, সেটা দলের জন্যই ভালো। পূজারা একদিকে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকুক, অন্যরা বরং শট খেলার দায়িত্বটা নিক।'

প্রসঙ্গত, ২০১৮–'১৯ সফরে ভারতের ২–১ ব্যবধানে জয়ের অন্যতম কারিগর পূজারা তিনটি সেঞ্চুরি সহ ৫২১ রান করেছিলেন। খেলেছিলেন ১,২৫৮টি বল। পূজারার সেই ধৈর্যশীল ব্যাটিংয়ের সামনে শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন অজি বোলাররা। গাভাসকারের মতে, পূজারার সঙ্গে রাহানেকেও এবার বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। দুজনের জন্যই চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে আসন্ন সিরিজ। এদিকে, ভারতীয় দলে দ্বৈত নেতৃত্বের বিপক্ষে কপিল দেব। বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়কের যুক্তি, জোড়া অধিনায়ক সমস্যা তৈরি করবে। তিনি বলেন, 'আমাদের ক্রিকেট সংস্কৃতির সঙ্গে এটা যায় না। জোড়া অধিনায়ক অনেকটা একটি কোম্পানির দুজন সিইওর মতো! যদি কোহলি টি২০ ফরম্যাট খেলে এবং সাফল্য পায়, তাহলে ওর ওপর দায়িত্বটা থাক। আমাদের তিন ফরম্যাটের দল ৭০–৮০ শতাংশ প্রায় একই। তাই দুই অধিনায়কের আলাদা আলাদা থিয়োরি যুক্তিহীন। এর ফলে ক্রিকেটারদেরই সমস্যা হবে দুই অধিনায়কের পৃথক স্ট্র্যাটেজির কারণে।'

জিমে ওয়েট ট্রেনিংয়ে বিরাট কোহলি।

ইনজামামের স্বীকারোক্তি

লাহোর, ২১ নভেম্বর : ১৯৯৯ সাল। ভারত সফরে এসেছিল পাকিস্তান দল। চেন্নাইয়ে ছিল সিরিজের একটি টেস্ট। যেখানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আউট নিয়ে আজও নিশ্চিত নন প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক ইনজামাম–উল–হক। আম্পায়ার আউট দিয়েছিলেন। সৌরভও প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যিই সিলি পয়েন্টে তাঁর ক্যাচটা সঠিকভাবে ধরা হয়েছিল কি না, আজও নিশ্চিত নন ইনজি। প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক ভারতীয় দলের বর্তমান অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সঙ্গে ইউটিউবে ক্রিকেট আড্ডায় মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেখানে অশ্বীন ১৯৯৯ সালের ভারত–পাকিস্তান টেস্টে সৌরভের আউট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তার জবাবে ইনজি বলেছেন, 'টেস্ট ম্যাচটা ছিল চেন্নাইয়ে। সৌরভ ড্রাইভ করেছিল। বল সিলি পয়েন্টের হাতে যায়। মঈন খান আবেদন করেছিল ক্যাচের। কিন্তু আজকের দিন পর্যন্তও আমি নিশ্চিত নই ওই ক্যাচটা নিয়ে। তখন ক্যামেরাও এত উন্নতমানের ছিল না। ফলে সৌরভের আউট নিয়ে আজও সংশয় রয়েছে আমার।'

ডিসেম্বরে প্রস্তুতি মহিলা দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : সুনীল ছেত্রীরা আইএসএলে ব্যস্ত। ফলে ইগর স্টিমাক ফের কবে জাতীয় দলের শিবির শুরু করতে পারবেন, তা পরিষ্কার নয়। তবে, ১ ডিসেম্বর থেকে গোয়ায় শুরু হয়ে যাচ্ছে অদিতি চৌহানদের জাতীয় শিবির। কোচ মায়মল রকি ৩০ জনের নাম ঘোষণা করেছেন এদিনই। গত মার্চে কোভিডের জন্য লকডাউন হয়ে যাওয়ার পর থেকে এই প্রথম কোনও জাতীয় শিবির শুরু করছে এআইএফএফ। কেন্দ্রীয় সরকারের কোভিড নিয়ম মেনেই শুরু করা হবে শিবির। গোয়ায় পৌঁছে ফুটবলারদের সাতদিন কোয়ারান্টিনে থাকতে হবে। তারপরেই ২০২২ সালের এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি শুরু হবে। ভারতেই হবে এই টুর্নামেন্ট।

একশোয় পা রঘুনাথের

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : জন্মদিনের নজির রঘুনাথ চান্দোরকারের। শনিবার ১০০ বছরে পা দিলেন মহারাষ্ট্র ও বোম্বের (বর্তমানে মুম্বই) এই প্রাক্তন ক্রিকেটার। ভারতের জীবিত ক্রিকেটারদের মধ্যে তিনি তৃতীয়, যিনি এই অনন্য 'সেঞ্চুরি' অর্জন করলেন। এর আগে দীনকর বলবন্ত দেওধর (১৮৯২–১৯৯৩) এবং বসন্ত রাইজি (১৯২০–২০২০) শততম জন্মদিন পালন করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের হয়ে তাঁর অভিষেক ম্যাচে রঘুনাথের সতীর্থ ছিলেন এই দুই প্রবীণ ভারতীয় ক্রিকেটার। দুই মরশুম মহারাষ্ট্রের (১৯৪৩–'৪৪ ও ১৯৪৬–'৪৭ মরশুম) হয়ে খেলেছেন রঘুনাথ। পাশাপাশি এক মরশুম ছিলেন বোম্বে দলে (১৯৫০–'৫১ মরশুম)। সাতটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে তাঁর সংগ্রহ ১৫৫ রান। ঝুলিতে ২টি উইকেট। পাশাপাশি উইকেটরক্ষকের ভূমিকায় দক্ষ ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ভারত সফররত অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ২টি স্টাম্পিং করেন রঘুনাথ।

ভার্চুয়াল ফিফা

জুরিখ, ২১ নভেম্বর : করোনা প্রকোপের জেরে এবার বাতিল হয়েছে ব্যালন ডি'অর–এর পুরস্কার বিতরণী। তবে সেই পথে হাঁটছে না ফিফা। ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষসেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে চায় বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। ১৭ ডিসেম্বর হবে এই ভার্চুয়াল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বর্ষসেরা বেছে নিতে ভোটিং প্রক্রিয়াও শুরু করেছে ফিফা। চলবে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। জাতীয় দলের কোচ, অধিনায়ক সহ সংবাদমাধ্যম ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন ভোটিংয়ে। গতবার 'দ্য বেস্ট' জিতেছিলেন লিওনেল মেসি।

স্মিথদের পাত্তা দিতে নারাজ সামি

সিডনি, ২১ নভেম্বর : লকডাউনে নিয়মিতভাবে অনুশীলন করেছেন। নিজেকে ফিট রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি।

আইপিএল আত্মবিশ্বাস দিয়েছে

> **কারও নাম নিয়ে ভাবছি না। আমাদের ফোকাস হল নিজেদের স্কিল। হতে পারে কেউ বিশ্বমানের ব্যাটসম্যান, কিন্তু বোলারের একটা ভালো ডেলিভারি তাঁকে প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে দেবে।**
>
> –রোহিত শর্মা

আর ছয় মাস পর ক্রিকেটে ফিরেই কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হয়ে বল হাতে কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কারও পেয়েছেন মহম্মদ সামি। তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে না পারলেও প্রতিযোগিতায় মোট ২০টি উইকেট নিয়ে সামি প্রমাণ করেছেন, তিনি আগের মতো ছন্দেই রয়েছেন। আসন্ন মিশন অস্ট্রেলিয়াতেও একই ছন্দ ধরে রাখারা ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী সামি। শুধু তাই নয়, করোনার কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটে বাইরে থাকার পর আইপিএলের পারফরমেন্স তাঁকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে ২৭ নভেম্বর থেকে মিশন অস্ট্রেলিয়ায় নেমে পড়ার জন্য মানসিকভাবে তৈরি সামি।

২০১৮ সালে শেষবার অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে ৭১ বছরের খরা কাটিয়ে প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই অভিজ্ঞতা এখনও তাজা সামির মনের অন্দরে। তিনি এবারও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি চাইছেন। কিন্তু দুই বছর আগের তুলনায় এবার লক্ষ্যে সফল হতে হলে স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নারদের চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হবে সামি সহ ভারতীয় দলকে। কাজটা কি শেষবারের মতো সহজ হবে? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আজ সামি স্পষ্ট করেছেন, ওয়ার্নার–স্মিথের মতো নামকে বাড়তি গুরুত্ব বা পাত্তা দেওয়ার কোনও কারণ নেই। এমন ভাবনার নেপথ্যে অতীতের অভিজ্ঞতার পাশে রয়েছে ত্রয়োদশ আইপিএলও। যেখানে একসঙ্গে খেলার সুবাদে সবাই পরস্পরের শক্তি–দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন। স্মিথ, ওয়ার্নারদের মতো ভালো ব্যাটসম্যানকেও বোলারের একটা ভালো ডেলিভারিতে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হয়। ক্রিকেট দুনিয়াকে বাস্তব মনে করিয়ে দিয়ে সামি আজ বলেছেন, 'আমরা কারও নাম নিয়ে ভাবছি না। আমাদের মূল ফোকাস হল নিজেদের স্কিলের ওপর। হতে পারে তুমি বিশ্বমানের ব্যাটসম্যান, কিন্তু মনে রেখো বোলারের একটা ভালো ডেলিভারি তোমায় প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দেবে।' এখানেই না থেমে অজিদের ভারতীয় দলের ভারসাম্যের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন সামি। কোহলির সংসারের সেরা পেসার আজ বলেছেন, 'ব্যাটিং–বোলিং, কোনও দিক থেকেই ভারতীয় দল পিছিয়ে নেই। দলের ভারসাম্য দারুণ। অনুশীলনেও পুরো দল ভালো ছন্দে রয়েছে। আমরা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছি।'

ইন্দো–অজি সিরিজ শুরু হচ্ছে ওয়ান ডে দিয়ে। ২৭ নভেম্বর প্রথম ম্যাচ। তারপরই রয়েছে টি২০। আর সবশেষে ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। সাদা বলের চেয়ে লাল বলের ক্রিকেট বরাবরই একটু বেশি পছন্দ সামির। জসপ্রীত বুমরাহ–উমেশ যাদবদের মতো সতীর্থ তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বলে ভারতীয় পেস আক্রমণও ভিন্নস্তরের বলে আজ মন্তব্য করেছেন সামি। নিয়মিত ১৪০ কিলোমিটার বা তার বেশি গতিতে বল করার পরিকল্পনার কথা শুনিয়ে সামি আজ বলেছেন, 'ফাস্ট বোলিং গ্রুপ হিসেবে আমরা কারও চেয়ে কম নই। তাছাড়া সুইং, রিভার্স সুইং সবই করার দক্ষতা ও ক্ষমতা রয়েছে আমাদের। তাছাড়া আমাদের দলের বোলারদের মধ্যে সবসময়ই স্বাস্থ্যকর একটা প্রতিযোগিতা চলে পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়ার। বিপক্ষ দলের জন্য এই ব্যাপারটা কখনোই সুখের হতে পারে না।' ২০১৮ সালের শেষ সিরিজে সামি বল হাতে নাজেহাল করে দিয়েছিলেন টিম পেইনদের। এবারও এমন কিছু করার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন সামি।

দেশে না ফেরার সিদ্ধান্ত

পিতৃহারা সিরাজকে সমবেদনা সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : বাবা ছিলেন তাঁর জীবনের অনুপ্রেরণা, চালিকাশক্তিও। সেই বাবার আকস্মিক প্রয়াণে স্বাভাবিকভাবেই ভেঙে পড়েছেন মহম্মদ সিরাজ। টিম ইন্ডিয়ার সদস্য হিসেবে আপাতত তিনি অস্ট্রেলিয়ায়। গতকাল অনুশীলন থেকে হোটেলে ফেরার পর অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও কোচ রবি শাস্ত্রী তাঁকে বাবার মৃত্যুসংবাদ দেন। স্বাভাবিকভাবেই এমন ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন হায়দরাবাদের ২৬ বছরের পেসার সিরাজ। তাঁর পক্ষে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দলের জৈব সুরক্ষা বলয় থেকে বেরিয়ে দেশে ফেরা কার্যত অসম্ভব। ফিরলে আবার অস্ট্রেলিয়ায় ফেরত যাওয়াও কঠিন। এমন অবস্থায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়া ভারতীয় পেসারের পাশে দাঁড়ালেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। টুইটারে মহম্মদ সিরাজের পাশে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'অপূরণীয় এই ক্ষতি ও শোক কাটিয়ে ওঠার মতো প্রচণ্ড শক্তি যেন সিরাজের থাকে। আমি জানি, ও দুর্দান্ত এক চরিত্র। অস্ট্রেলিয়া সফরে ওর জন্য শুভকামনা রইল।' সিডনিতে কোয়ারান্টিনে থাকা ভারতীয় দলের মিশন অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্যে নিয়মিত অনুশীলনও চলছে এখন। নেটে বল হাতে ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছেন মহম্মদ সিরাজ। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট অনুশীলনে তাঁর পারফরমেন্সে খুশি বলে শোনা যাচ্ছে। এমন অবস্থায় আচমকা বাবাকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন সিরাজ। কোহলিরা গতকালই সিরাজের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ বিসিসিআই সভাপতিও তাঁকে সমবেদনা জানিয়ে পাশে দাঁড়ালেন। এদিকে, আজ সন্ধ্যায় ভারতীয় বোর্ডের তরফে ই–মেল করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পিতৃহারা মহম্মদ সিরাজকে দেশে ফিরে আসার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তবে তিনি নিজেই অস্ট্রেলিয়ায় জাতীয় দলের সঙ্গে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ভারতীয় বোর্ডের পূর্ণ সমবেদনা রয়েছে সিরাজের জন্য।

বাবাকে হারানোর শোক নিয়ে সিডনিতে অনুশীলনে মহম্মদ সিরাজ।

ধোঁয়াশা কাটালেন হিটম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : ত্রয়োদশ আইপিএলে কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন রোহিত শর্মা। পরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে বেশ কয়েকটি ম্যাচে তিনি খেলেননি। সেই সময়ই অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতীয় দল নির্বাচন হয়। চোট রয়েছে এই যুক্তিতে রোহিতকে প্রথমে অস্ট্রেলিয়া সফরের দলে রাখা হয়নি। পরে নিজেকে ফিট ঘোষণা করে ফাইনাল সহ আইপিএলের শেষ কয়েকটি ম্যাচে খেলেন হিটম্যান। মুম্বইকে পঞ্চমবার আইপিএল চ্যাম্পিয়নও করেন। আর তারপরই জাতীয় নির্বাচকরা হিটম্যানকে ভারতীয় টেস্ট দলে নিলেও অস্ট্রেলিয়ায় টি২০ ও ওয়ান ডে–র দলের বাইরেই রাখেন।

আইপিএল ফাইনালে দিল্লি ক্যাপিটালসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর মুম্বই অধিনায়ক রোহিতকে নিয়ে বিতর্ক চরম আকার নেয়। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে রোহিতকে দেশে ফিরে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে দিনকয়েক অনুশীলনের পর আজ পুরো বিষয় নিয়ে প্রথমবার মুখ খুলেছেন হিটম্যান। তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে ধোঁয়াশা কাটানোর চেষ্টা করেছেন। রোহিত আজ

হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট

বলেছেন, 'আমার চোট নিয়ে কেন এত হইচই হচ্ছে, কেন এত লোক কথা বলছে, জানি না। আমি নিয়মিতভাবে বিসিসিআই ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। চোটের পরিস্থিতি এখন আগের তুলনায় অনেক ভালো। পুরো ফিট হওয়ার জন্য এখনও কিছু কাজ বাকি রয়েছে।' হিটম্যানের এমন মন্তব্য একদিকে যেমন অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে ১৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা টেস্ট সিরিজে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছে, তেমনই বিতর্কও থাকছে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট থেকে পুরো ফিট না হয়েই তিনি কেন আইপিএলের শেষ দিকে খেলেছিলেন, সেই প্রশ্ন উঠছে। হিটম্যান বলছেন, 'আমি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছিলাম, মাঠে নামতে পারব। কারণ, আমার মনে হয়েছিল, টি২০ ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাট, সেখানে আমি সব দিক ম্যানেজ করতে পারব। একবার মনস্থির করার পর শুধু সেদিকেই ফোকাস করেছিলাম।' এখানেই না থেমে রোহিত আরও বলেছেন, 'এখন আমার হ্যামস্ট্রিং একদম ঠিক রয়েছে। শক্তি বাড়ানোর কিছু পদ্ধতি চলছে এখন। টেস্টের মতো দীর্ঘমেয়াদি ফর্ম্যাটে নামার আগে নিজের ফিটনেস নিয়ে নিশ্চিত হতে চাই। তাই জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে এসেছি আমি।' তাঁর চোট নিয়ে বিতর্কে বাইরের দুনিয়া বা ক্রিকেট সমাজ যাই বলুক না কেন, রোহিত নিজে পাত্তাই দিচ্ছেন না বিষয়টাকে। হিটম্যান আজ সরাসরি বলেছেন, 'এক্স, ওয়াই, জেডরা কে কী বলল, তা নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। চোট পাওয়ার পরের দুইদিন ধরে ভেবেছিলাম, আমার কী করণীয়। সেভাবেই পরিকল্পনা করে নিজেকে ফিট করছি। অনেকের আমার সিদ্ধান্ত পছন্দ নাও হতে পারে। কিন্তু আমি জানি, আমি কী করছি। আর কীভাবে করছি।'

সেমিফাইনালে গুণেশ্বরণ

ফ্লোরিডা, ২১ নভেম্বর : গত সপ্তাহে আটলান্টিক টায়ার টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন। তবে ফাইনালে হেরে যান তিনি। আর এবার অরল্যান্ডো ওপেনের শেষ চারের টিকিট পাকা করলেন ভারতের প্রজনেশ গুণেশ্বরণ। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি স্ট্রেট সেটে কাজাখস্তানের দিমিত্রি পপকোকে উড়িয়ে দিয়েছেন। খেলার ফল প্রজনেশের পক্ষে ৬–০, ৬–৩। সেমিফাইনালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিস্টোফার ইউব্যাঙ্কসের মুখোমুখি হবেন। গোটা ম্যাচে কার্যত দুরন্ত ফর্মে ছিলেন গুণেশ্বরণ। প্রথম সেট সহজে জয়ের পর প্রতিপক্ষকে আর ঘুরে দাঁড়াতেই দেননি গুণেশ্বরণ। যার ফলে সেমিফাইনালের টিকিট জোগাড় করতে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হয়নি তাঁকে।

শচীনের বার্তা জাগিয়ে দেয় ভেঙে পড়া সূর্যকে

মুম্বই, ২১ নভেম্বর : 'তুমি যদি খেলার প্রতি সৎ ও আন্তরিক থাকো, তাহলে খেলাও ঠিক তোমাকে দেখবে।' মোবাইলে ভেসে আসা এই বার্তাটাই মুষড়ে পড়া সূর্যকুমার যাদবকে অক্সিজেন জুগিয়েছিল। প্রেরক আর কেউ নন স্বয়ং শচীন রমেশ তেন্ডুলকার। অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় দলে জায়গা না হওয়ায় ভেঙে পড়েছিলেন সূর্য। ভালো খেলার পর এই বঞ্চনা মানতে না পারা সূর্য মন বসাতে পারছিলেন না প্র্যাকটিসে। তখনই স্যার রমাকান্ত আচরেকারের এই 'গুরুবাণী' শচীন পাঠিয়ে দেন সূর্যকে।

শচীনের যে টিপসেই কাজ। নিমেষে উধাও সূর্যের হতাশা। সূর্য এদিন বলেন, 'শচীনের বার্তাটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। ও লিখেছিল, ...এটাই হয়তো তোমার শেষ হাউল। দেশের হয়ে খেলার স্বপ্ন পূরণ হওয়া হয়তো সময়ের অপেক্ষা। নিজের ফোকাস ঠিক রাখো এবং ক্রিকেটের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করো। আমি জানি, তুমি তাদের মতো নয়, যারা হাল ছেড়ে দেয়। চালিয়ে যাও। আমার বিশ্বাস, আরও অনেক আনন্দ তুমি আমাদের দেবে। ওর একটা মেসেজই আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেয়।'

ছটপুজো সেরে প্রণাম সূর্যকুমার যাদবের।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের পঞ্চম আইপিএল খেতাবের অন্যতম নায়ক ছিলেন সূর্য। শুরু থেকে লিগে দুরন্ত ছন্দে। সাফল্য সত্ত্বেও অজিগামী দলে সুযোগ হয়নি। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা দেখিয়ে বারবার বঞ্চনায় এবার আর নিজেকে সামলাতে পারেননি। সূর্যের বাদ পড়া নিয়ে মুখ খোলেন প্রাক্তনরাও। হেড কোচ রবি শাস্ত্রীও পর্যন্ত আশ্বাস দেন সূর্যকে। তবে প্রকাশ্যে নয়, মেন্টরের দায়িত্বটা যথার্থ অর্থে সামলান শচীনই। মাস্টার ব্লাস্টারে মুগ্ধ সূর্য আরও বলেছেন, '২৪ বছর ধরে গোটা বিশ্বকে ক্রিকেট দিয়ে আনন্দে মাতিয়ে রেখেছিল এই মানুষটি। দীর্ঘ কেরিয়ারে মুখোমুখি হয়েছেন অনেক চ্যালেঞ্জের। সেই শচীনের বার্তা–ক্রিকেটের প্রতি সৎ থাকো। তাহলে ক্রিকেটও একদিন তোমার প্রতি ন্যায্য বিচার করবে। এরপর আমার বোধহয় কিছু বলার থাকে না।'

আইপিএলে এবং পরে বিরাট কোহলির সঙ্গে সূর্যকুমারের 'বিতর্ক' উত্তাপ বাড়িয়েছে। মুম্বই–রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ম্যাচে স্লেজিং করার পথে হেঁটেও সূর্যকে বাগে আনতে পারেননি বিরাট। উলটে ৭৯ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলে বিরাট–বধ সেরে নেন। পরবর্তীকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরাট সম্পর্কে করা 'কাগজের অধিনায়ক' পোস্টে লাইক করে বিতর্ক উসকে দেন। ম্যাচের মধ্যে হওয়া বিতর্ককে সূর্য অবশ্য বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। বলেন, 'ওটা হিট অফ দ্য মোমেন্ট ছিল। ব্যাপারটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিইনি। তবে ঘটনাটিকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাতে কিছুটা অবাকই হয়েছিলাম।'

ব্যাটসম্যানরা ৪০০ তুলতে না পারলে বিপদ : কপিল

চণ্ডীগড়, ২১ নভেম্বর : ডাউন আন্ডারে বোলার নয়, ব্যাটসম্যানরা মাথাব্যথার কারণ বলে মনে করছেন বিশ্বকাপজয়ী ভারত অধিনায়ক কপিল দেব। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ইনিংসে ৪০০ রান করতে পারলে বোলারদের কাজ সহজ হয়ে যাবে বলে দাবি ভারতের ক্রিকেট কিংবদন্তির। কপিল বলেন, 'আমি গোটা ব্যাপারটাকে অন্যরকমভাবে দেখছি। ভারতীয় দলে পেস আক্রমণ এখন বড় শক্তি। চিন্তার জায়গা ব্যাটিং। ব্যাটসম্যানরা প্রতি ইনিংসে ৪০০ রান করতে পারবেন কিনা তা নিয়ে আমার সংশয় আছে। পারলে কোনও সমস্যা নেই।' ১৭ ডিসেম্বর চার টেস্টের সিরিজে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া–ভারত। প্রথম টেস্ট খেলে দেশে ফিরবেন বিরাট কোহলি। শেষবার অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ভারত। ব্যাটে–বলে অনবদ্য পারফরমেন্স তুলে ধরেছিল ভারতীয় দল। বল হাতে অজি পেসারদের ছাপিয়ে গিয়েছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ–মহম্মদ সামিরা। চার টেস্টে ৫২১ রান করেন চেতেশ্বর পূজারা। তাঁকে যোগ্য সহায়তা করেছিলেন ঋষভ পন্থ, আজিঙ্কা রাহানে, বিরাট কোহলিরা। এবারও ভারতীয় দলের কাছে তেমন পারফরমেন্স দেখার প্রত্যাশায় কপিল দেব।

মুগ্ধ নটরাজনে

এদিকে, আরব আমিরশাহির আইপিএল মঞ্চে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মিডিয়াম পেসার থাঙ্গারাসু নটরাজনের বোলিংয়ে মুগ্ধ 'হরিয়ানার হ্যারিকেন'। তামিলনাড়ুর ২৯ বছরের বাঁ–হাতি পেসার ১৬ ম্যাচে পেয়েছেন ১৬ উইকেট। সানরাইজার্সকে প্লে–অফে তুলতে বড় ভূমিকা পালন করেছেন তিনি। নটরাজনে মুগ্ধ কপিল বলেছেন, 'আমার চোখে এবার আইপিএলের নায়ক নটরাজন। বাচ্চা ছেলে সঙ্গে ভয়ডরহীন মানসিকতা। পাশাপাশি ইয়র্কার দেওয়ার দক্ষতা রয়েছে। সবদিক থেকে বেশ নজরকাড়া।' নটরাজনের বাবা পেশায় রেলওয়ে কুলি। মা দিনমজুরি করেন। দৈন্যতার সঙ্গে লড়াই করে পায়ের নীচে জমি শক্ত করেছেন নটরাজন। ২০১৭–তে তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগে সবার নজর কেড়ে নেয় নটরাজনের বোলিং। ডাক পান কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবে। তবে তেমন দাগ কাটতে পারেননি। এক বছরের মাথায় দল পাল্টে যোগ দেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদে। দুই বছরের মাথায় সেরা ফর্মের ঝলক নটরাজনের পারফরমেন্সে। ২৯–এর তামিল পেসারের মধ্যে জাতীয় দলের জার্সিতে দেখতে চান '৮৩–র বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব।